International Journal of Social, Political and Economic Research

IJOSPER

ISSN: 2667-8810 (Online)

ijosper.uk

OPEN ACCESS

Original Article

Article No: 15_V2_I1_A5

WESTERN CULTURE AGGRESSION IN MUSLIM SOCIETY: A COMPARATIVE ANALYSIS

MUHAMMED ALI HOSSAIN*

SAEYD RASHED HASAN CHOWDURY**

*Corresponding Author: Foundar Principal: Matabbor Nogor darussununnat Alim Madrasah, Lakshmipur, Bangladesh

alihussain.mu.bd@gmail.com

**Researcher, Department of Islamic Studies, Faculty of Arts, University of Dhaka, Bangladesh.

saeydrashed.du1991@gmail.com

ORCID.ORG/0000-0002-3864-1378

Abstract:

One of the most barbarous civilizations in the history of the world was Arab civilization. The objective of their culture was love laurels, alcoholic drinks or gambling-like societies, inferior themes which is even more horrific than Homer's Iliad, and the Audese story of Sapcoulis. They used to do the worst things in the history of the world. In the name of culture in the society, war, violence, oppression, persecution, living graveyard to daughters, disputes among the tribes, and so on. At that time, Rahmatul al-Alamin Prophet Mohammed (Pbuh) appeared on Arab world, the leader of the world humanity. And at the time, he has presented the Arab nation to a culture and civilization that is characterized by greatness of Islam as well as every aspect of the culture of Islam plays an important role in accelerating the welfare and progress of the people. This culture has some great features, which is based on Tauhid (Oneness of Allah), Resalat (Believe in Prophets), and the Akherat (Believe in Hereafter). When Muslim culture began to show people the hope of enlighten, people started to stand on one line in the society, forgot the hatred and animosity in the society, the followers of the ideology, the rage free, and the brotherhood became awakened between all, and then the Muslim opponents Westerners started many conspiracies against the non-endemic examples of Islamic culture. The conspirators started to trap different forms of eradication of Islamic culture. The Western countries in which they do not conspire directly but they have been trapped in a far-reaching conspiracy, in front of the Muslim countries. However, the main objective of the article is to highlight the role of cultural aggression in Western countries in the Muslim countries.

Key Words:

Culture, The Muslim World, Character of Prophet (Pbuh), Islamic Culture, Western Culture, Western Cultural Aggression in Muslim Society, Impact of Western Culture.

©Hossain, Muhammed Ali & Chowdury, Saeyd Rashed Hasan, (2014), "Western Culture Aggression in Muslim Society: A Comparative Analysis"

মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম একটি বর্বর সভ্যতা ছিল আরব জাতির সভ্যতা। তাদের সংস্কৃতির বিষয় বস্তু ছিল প্রেম মালা, মদ খাওয়া অথবা জুয়া খেলার মত সমাজ বহির্ভূত, নিকৃষ্ট বিষয়সমুহ। যা হোমারের ইলিয়ড, এবং সফোক্লিসের অডেসির কাহিনীর চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর। তারা পৃথিবীর ইতিহাসে নিকৃষ্টতম কাজগুলো করে বেড়াতো। সমাজের মধ্যে সংস্কৃতির নামে যুদ্ধ, রাহাজানি, অত্যাচার, নিপীড়ন, কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত কবরদান, গোত্রে গোত্রে বিরোধ, ইত্যাদি করে বেড়াতো। আর এমনি পরিস্থিতে আরবের বুকে আবির্ভূত হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির বাহক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। আর তিনি সে সময়ে আরব জাতিকে উপহার দিয়েছেন এমন এক সংস্কৃতি ও সভ্যতা যা দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহত্বের সমন্বয়ে ঘঠিত, যে সংস্কৃতির প্রতিটি দিক মানুষের কল্যান ও উন্নতি–অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ সংস্কৃতির রয়েছে কিছু অসাধারন বৈশিষ্ট্য, যার ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ, রেসালাত ও আখিরাত উপর বিশ্বাস। মুসলিম সংস্কৃতি যখন মানুষকে আশার আলো দেখাতে শুরু করলো, সমাজের মধ্যে মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে এক কাতারে দাঁড়াতে শুরু করলো, সমাজ ও মুসলিম দেশ গুলো হয়ে গেল রক্ত পাতহীন, আদর্শের অনুসারী, কোলাহোল মুক্ত, সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হলো, তখনি মুসলিম বিদ্বেষী তথা পাশ্চাত্যবাদীরা ইসলামী সংস্কৃতির উনুপম দৃষ্টান্ত সমূহ সহ্য করতে না পেরে এর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করলো। ষড়যন্ত্রকারীরা ইসলামী সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করতে নানা ফাঁদ বুনতে শুরু করলো। পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র কারীরা এ ব্যাপারে সরাসরি আঘাত না করে এর ভিত্তি উপড়ানো যাবে না বলে বুদ্ধিমত্তার সাথে দরদী বন্ধু বেশে সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের ফাঁদ ফেতেছে মুসলিম জাতির সামনে। আলোচ্যে প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যে হলো, মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভূমিকা ও এর একটি পরিসরের চিত্র তুলে ধরা।

মুল শব্দ: সংস্কৃতি, মুসলিম বিশ্ব, নবী (সাঃ) এর চরিত্র, ইসলামী সংস্কৃতি, পশ্চিমা সংস্কৃতি, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব, মুসলিম সমাজে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

1. ভুমিকা:

মহাকাশ, মহাসিন্ধু ও মহাবিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে এমনিতেই ছেড়ে দেন্ নাই। বরং তাদের জীবন শান্তি পূর্ণ ভাবে পরিচালনার জন্য জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেকটি দিক তথা ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন প্রভৃতি জাগতিক বিষয় এবং পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যা ও সম্ভাবনার সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামে। এই ইসলাম সমাজ বন্ধন কে অত্যান্ত গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম যেহেতু মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ধারা নিয়ন্ত্রন করে তাই মানব জীবনে চিন্তার বিশ্বাস, প্রত্যয়, আবেগ-অনুভূতি, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিকতা, আচরন ও ক্রিয়াকান্ডে পূর্ণাঙ্গ পরিমার্জন পরিশোধন করে আর এ সমস্ত অনুশীলনের নামই ইসলামী সংস্কৃতি। মিশরের প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক হাসান আইয়ুব তার রচিত আল আকায়েদ আল ইসলামী গ্রন্থে বলেনঃ ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক মানুষের জীবনের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, অনুরাগ, মুল্যবোধ, ক্রিয়াকান্ড, সৌজন্যমুলক আচরণ, পরিমার্জিত ও পরিশোধিত সৎকর্মশীলতা, উন্নত নৈতিকতা তথা জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। মানুষের পরিপূর্ণ জীবনধারাই ইসলামী সংস্কৃতির আওতাধীন। বর্তমানে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনে ইসলামী সংস্কৃতি মুসলিম সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। যুবক-তরুণদের মাঝে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ প্রবনতা দিন দিন বেড়ে চলছে। আজ এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হচ্ছে পুরো মুসলিম জাতি, আজ পুরো পৃথিবীতে মুসলমানদের উপর চলছে নির্যাতন নিপীড়নের স্টীম রোলার। মুসলিম বিদ্বেষীরা মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও কালচার পৃথিবী থেকে ভুলুন্ঠিত করার অপ্রয়াসে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যার কারনে মুসলিম প্রধান দেশ গুলোতে বিভিন্ন অজুহাতে হামলা চালানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে তিউনেশিয়া থেকে শুরু করে মিসর, সুদান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন, লিবিয়া, সিরিয়াতে বিভিন্ন অপপ্রচার চালিয়ে এ সমস্ত দেশ গুলোতে পশ্চিমা বিশ্ব হামলা চালিয়ে তাদের যে নিজস্ব ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা আছে, তা পশ্চিমা বিশ্ব একের পর এক ধ্বংস করে চলছে।

2. গবেষণার বিষয়বস্তু

পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

3. সাহিত্য পর্যালোচনা

মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব এই বিষয়ে কোন গবেষণা হয়নি। তবে মিজানুর রহমান জামীল "ইসলামী সংস্কৃতির সীমারেখা" নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন, এই গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা

যায়, প্রতিটি জিনিসের একটা সীমারেখা বা ফর্মুলা রয়েছে। সীমারেখা বা ফর্মুলা মধ্যে থাকে ভালো বা খারাপ তথা ইতিবাচক বা নেতিবাচকের প্রভাব। সুতরাং যারা দেশীয় সংস্কৃতির নামে বিজাতীয় সংস্কৃতির গ্রহণ করে তাঁরা আদর্শ সংস্কৃতির ভেতরের মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায়।

হাবীব ইমরোজ "সংস্কৃতির আগ্রাসন" নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন, তার গবেষনার ফলাফল থেকে দেখা যায় বিধর্মীদের সংস্কৃতি এবং অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে আবদ্ধ আজ গোটা বিশ্ব। পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রধানত তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্মহীনতার চিত্র অঙ্কন করেছে। সকল ধর্ম উপেক্ষিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর সকল ধর্ম এত বেশি বিকৃত হয়েছে, যেখান থেকে ধর্মের আসল রূপ বের করে আনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

4. গবেষণা প্রশ্ন

১. পশ্চিমারা কেন তাদের সংস্কৃতিকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়?

২. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কিভাবে মুসলিম সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে?

5. গবেষণার প্রকৃতি

এই গবেষণাটি Qualitative Method এর উপর ভিত্তি করে সংকলন করা হয়েছে।

6. নমুনায়ন

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে এখানে sampling হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। এখানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কে শুধু Sample হিসেবে ধরা হয়েছে।

7. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

Research Question এর প্রশ্নাবলীর উপর ভিত্তি করে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্যগুলো মৌলিক বিভিন্ন বিষয়,সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে তুলে ধরা হয়েছে।

8. গবেষণার গুরুত্ব

সংস্কৃতি ইংরেজী কালচার এর প্রতিশব্দ। সংস্কৃতি বা কালচার সভ্যতার সাথে ব্যাপক ভাবে জড়িত। সংস্কৃতি বা কালচার হলো Training of mental and moral powers। এ দিক থেকে বলা যায়- দেহ, মন, হৃদয়,

ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন হলো সংস্কৃতি। মুসলিম সংস্কৃতি চর্চা মুসলিম জাতিকে তার জাতি সত্তা ও স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। কোন জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে ও সংস্কৃতির অনেক ভুমিকা রয়েছে। ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক উদাসিনতা কিংবা সাংস্কৃতিক দেউলিয়া একটি জাতিকে গোলামির আচলে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। ফলে বুদ্বিভিত্তিক লড়াইয়ের এ যুগে আদিপত্যবাদি শক্তির হাতিয়ারে পরিনত হয়েছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আর মুসলিম দেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসন হলো টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ডিশ এন্টেনা সংবাদ পত্র ইত্যাদিকে প্রচুর ভাবে প্রবেশ করিয়ে অপব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিম জাতির চরিত্রকে কলঙ্কিত করে তোলা। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লক্ষ্যই হলো টার্গেট কৃত জাতিকে আত্মপরিচয়, বিস্মৃত, শিকড় বিচ্ছন্ন করা, একদল মানুষে পরিনত করা, যারা গোলামিকে হাত পেতে মেনে নিবে। আজ মুসলিম জাতি অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের মারাত্মক শিকারে পরিনত হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক মুফিজুর রহমানের ভাষায়, কুসংস্কৃতির লোনা প্লাবন আমাদের লালিত- মূল্যবোধ, পূর্ণ চেতনা মঙ্গল ও কল্যাণকর সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছে মহাসাগরের গর্ভে।[1]

অপসংস্কৃতি গ্রাস করেছে মুসলিম জাতিকে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ধর্মীয় দিক থেকে শিরক মিশ্রিত এবং জৈবিক দিক থেকে নগ্নতায় ভরপুর ও বাস্তবতা বিবর্জিত। নগ্ন সংস্কৃতির করাল গ্রাস মুসলমানমানদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাকে ধংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে। তরুন-তরুনিদের পোষাকে, আচার ব্যবহার, কথা বলার ভঙ্গিমায় বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুসলমানদে বহু বছরের ঐতিহ্য পরিবার প্রথায় ভাঙ্গন ধরেছে। ইভটিজিং, মাদকাসক্ত, খুন, ধর্ষণ, ইত্যাদি অপরাধ প্রবনতা বেড়ে চলছে। এছাড়া পশ্চিমা মিডিয়া প্রতিনিয়ত পরক্রিয়া, লিভটুগেদার, নর নারির অবাধ মেলামেশা, ভালবাসা দিবস পালন, বর্ষবরন, মঙ্গল প্রদীপ এর মত বিভিন্ন সংস্কৃতি গুলোকে মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করানোর জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। বিশিষ্ট শিল্পী ও কলামিস্ট উবায়দুল হক সরকারের মতে, মুসলমানদের শিক্ষাঙ্গন আজ রণাঙ্গনে পরিনত হয়েছে, মাস্তান- চাদাবাজের দৌরাত্মে উন্নয়ন উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। মঙ্গল প্রদীপ মার্কা সংস্কৃতির ধাক্কায় মুসলমানেরা প্রতিপাদে শুধু পিছিয়ে পড়ছে।[2]

9. উদ্দেশ্যের বর্ণনা

পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুসলমানদের কে জাগিয়ে তুলাই অত্র গবেষণার উদ্দেশ্য। মুসলমানদেরকে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান, জ্ঞানের গভীরতা উপলদ্ধি করন, প্রয়োগ ক্ষমতা বাড়ানো, যোগ্যতার

[1] অধ্যাপক মুফিজুর রাহমান, কুরআনের আয়নায় বিস্মিত রাসুল, পৃ. ২৯
[2] আজম উবায়দুল্লাহ হক সরকার, তরুণ তোমার জন্য, পৃ. ১৬৩

উন্নতি, দক্ষতা বৃদ্বি সহ বিভিন্ন উপাদান অর্জন করে পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতিকে সঠিক ভাবে মোকাবেলা করে ইসলামের মুল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার রাসুল (সঃ)-এর মতাদর্শকে অনুসরণ করে ইহলৌকিক কল্যান ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করা। তা ছাড়া প্রস্তাবিত গবেষণার আরো কিছু উদ্দেশ্য হলোঃ

- মুসলিম সমাজ কে সজাগ হতে হবে। প্রতিরোধ করার কৌশল রপ্ত করতে হবে। নচেত মুসলমানেরা ব্যর্থ জাতি হিসেবে ইতিহাসের গর্বে হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে।
- মুসলমানদের উচিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই আন্দোলনের ভিত্তি হবে সাংস্কৃতিক সচেতনতা।
- মুসলিম রাষ্ট্র গুলোর সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে। প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং স্যাটেলাইট চ্যানেল নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা ও এই আইনে রাখতে হবে।
- নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল বই পুস্তক পরিহার করে মূল্যবোধ ও আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন করা।
- পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিপরীতে আদর্শভিত্তিক সিনেমা নাটক নির্মাণ করা।
- পাশ্চাত্য মিডিয়ার অপপ্রচারে গোটা মুসলিম বিশ্ব তথ্য সন্ত্রাসে আক্রান্ত। মুসলমানদেরকে জঙ্গি, মৌলবাদ, উগ্রপন্থী হিসেবে বিশ্বের মানুষদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সুতরাং মুসলমানদের উচিত নতুন ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া গড়ে তুলে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতিবাদ জানানো এবং বিশ্বের সামনে এর বাস্তবতা তুলে ধরা।

10. প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

পৃথিবীর দেশে দেশে চলছে হানাহানি। পশ্চিমাদের কূটচালে মুসলিমগণ পর্যুদস্ত। আরবের পেটের ভিতর ‘বিষফোঁড়া ইসরাইল ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির চিন্তাশীল নেতারা ইসলামের অগ্রগতি রোধে মিশনারি তৎপরতা, ধর্মবিদ্বেষী এনজিও, হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির প্রসার, নাস্তিকতা প্রচার, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক উস্কানি, মুসলিম জন্মহার কমানো, নাগরিকত্ব বাতিলসহ নানাবিধ কার্যক্রম শুরু করেন। এছাড়াও, জনসংখ্যা বা উঠতি শক্তি বাধাগ্রস্ত করার জন্য গণহত্যার মতো কর্মসূচি দিতে ও দ্বিধাবোধ করে না। পাশাপাশি আদর্শিক দিক দিয়ে মুসিলমগণের মাঝে উম্মাহর অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। পাশ্চাত্যবাদীরা মুসলিম প্রধান দেশ গুলোর কিছু লোককে তাদের অনুগত বানিয়ে ও ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষতিসাধন করছে। Ramadan, Tariq এই সম্পর্কে বলেন, The Muslim world has, over the last two centuries, adopted four major positions with regard to the rise of Western modernity. The first is a total

adaptation of Western culture as the culmination and common heritage of human history. Mustafa Kemal Atatürk in Turkey and Shah Reza Pahlavi in Iran sought to modernize their countries by adopting Western culture and institutions. The second position is outright rejection and denouncement of Western culture as cultural imperialism. This attitude is generally couched in the language of conservative Islamism as in the case of modern Wahhābī and Salafī movements. But it is equally a statement of identity politics which sees the West as a selfish and materialistic culture[3].

11. মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা ঔপনিবেশিক শাসন আমলের চেয়েও করুণ এবং ভয়াবহ। ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল। আজকের দিনে ষাটের অধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও প্যালেস্টাইনের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে যুলুমবাজ সন্ত্রাসবাদী ইয়াহুদিদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্যের সুযোগ নেই। এমনকি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র সমূহেও জায়নবাদী, ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠীর খবরদারী ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিমদের স্বাধীন দেশে ইসলামের কথা বলতে, ইসলামের দাবী তুলতে অজানা অদৃশ্য শক্তির হাতের ইশারায় কৃত্রিম বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইয়াহুদী খ্রীষ্টান পরিচালিত এন. জি. ও.-দের অবাধ কার্যক্রমের সুযোগ দেয়া হলেও ইসলামী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে ন্যক্কারজনকভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত মুসলিম ধনী দেশগুলোর দানশীল ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দানে পরিচালিত বদান্যতামূলক কাজের ওপরেও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার খবরদারী অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ইসলামী সংস্থাগুলো গরীব মুসলিম জনপদে মানবিক সাহায্য সহায়তা করতে গেলেও তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পশ্চিমাদের ভাষায় উগ্রপন্থী ধর্মীয় মৌলবাদের অবস্থান আবিষ্কারের জন্যে জঘন্যতম তথ্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লজ্জ ও নগ্ন হস্তক্ষেপ উদ্বেগ জনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার পরিণতি সুদূর প্রসারী হওয়ায় আজ প্রায় সর্বত্র মুসলিম জনপদ আতংকগ্রস্ত। এ পরিস্থিতিকে বলতে গেলে সকলেই উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষন করছে, সকলের মধ্যে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছ। কিন্তু মুখ খুলে সত্য কথাটি প্রকাশ করার সাহস-হিম্মত খুব কম লোকেরই আছে। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সবদেশে জ্ঞানপাপী একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী ছাড়া বাকি

[3] Ramadan, Tariq. *To Be A European Muslim*. Leicester, U.K.: Islamic Foundation, 1999.

সকলেই এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ লালন করছে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তার প্রকাশও করছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার মত সৎসাহস তাদের আছে বলে মনে হয় না। বর্তমান বিশ্বের ঘোষিত আন্তর্জাতিক আবহাওয়া ও পরিমণ্ডল মুসলিম নেতৃত্ববৃন্দকে বিবেকের বিরুদ্ধে, উম্মাহর স্বার্থের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে ও বাধ্য করছে।[4]

এ পরিস্থিতির ফলে একদিকে কিছু লোক আপোষকামিতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। ক্ষেত্র ভেদে কিছুলোক চরমপন্থা গ্রহণেও বাধ্য হচ্ছে। এ চরমপন্থা গ্রহণের পেছনেও ইসলামের চিহ্নিত দুশমনদের পরিকল্পনাই কার্যকর হচ্ছে। তাদের সৃষ্টি করা পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতিতে এক শ্রেণীর মানুষ চরমপন্থা বেছে নিতে বাধ্য হতে পারে এবং এটা হলে তাদের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে এটা জেনে বুঝেই তারা এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর কিছু বান্দাকে এগিয়ে আসতে হবে। আপোষকামিতার শিকার হওয়াও চলবে না, চরমপন্থা ও অবলম্বন করা যাবে না। মধ্যম পন্থায়ই উত্তম পন্থা, ইসলামী পন্থা। দ্বিধা সংকোচ পরিহার করে আল কুর'আনে ঘোষিত মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে ইসলামের সঠিক দাওয়াত, নির্ভেজাল দাওয়াত, পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত উপস্থাপনের সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। আধুনিক বিশ্ব পরিস্থিতিকেই সামনে রেখে যৌক্তিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা তুলেধরার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হবে। সত্যের স্বাক্ষ্য বলতে যা বুঝায় তার সার্থক বাস্তবায়নে আল্লাহর একদল বান্দাকে নিরলস ভূমিকা পালন করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর মৌলিক পরিচয় হলো, শেষ নবীর প্রতিনিধি হিসেবে তারা সকলেই দায়ীইলাল্লাহ। এ দায়ীইলাল্লাহর ভূমিকা পালনে সবাইকেই, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে উদ্যোগী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এ দাওয়াতী তৎপরতাই ইসলামী শক্তির উৎস ও মুসলিম উম্মাহর উত্থানের পথ প্রশস্তকারী।

মতিউর রহমান বলেন, "মুসলিমগণের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও সুখকর নয়। বাইরের শক্তির সৃষ্ট পরিস্থিতির আকার আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আরো ভয়াবহ। মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে যারা রাষ্ট্র, প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে বিবেচিত তাদের মধ্যে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, ইসলামী আদর্শের প্রতি আস্থাহীনতা এবং পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির অন্ধঅনুকরণ প্রবণতা। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ ও ক্ষমতায় টিকে থাকা সহ বিভিন্নমুখী সুযোগ-সুবিধা ভোগের মানসিকতা মূলত ইসলামের চিহ্নিত দুশমনের ষড়যন্ত্র চক্রান্তের হাতকে এভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করেছে। বিশেষ

[4] মতিউর রহমান, মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ৩২-৩৩

করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বের মুসলিমগণের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অব্যাহত প্রচেষ্টা এ পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। তার সাথে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে এক শ্রেণীর আলেমদের অযৌক্তিক মতপার্থক্য, সংকীর্ণতা এবং কূপমণ্ডূকতা । এদের মধ্যে দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অপরিপক্কতা, ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও কৌশল অনুধাবনে ব্যর্থতা ইসলামের দুশমনদের হাতকে শক্তিশালী করে চলেছে। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে বলতে হয়, অনুসন্ধানে জানা গেছে কখনো কখনো ক্ষুদ্র স্বার্থে এরা ইসলামের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিরোধী পক্ষের ক্রীড়নকের ভূমিকাও পালন করছে। উম্মাহর প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে এদের মধ্যে বাস্তব জ্ঞান বুদ্ধির যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী বিভিন্নমুখী তৎপরতা সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম ধারণাও আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তি-স্বার্থ, গোষ্ঠী-স্বার্থের ব্যাপারে এরা এতটাই অন্ধ যে, জাতীয় স্বার্থ ও উম্মাহর স্বার্থ নস্যাৎ করতেও তাদের মধ্যে কোন দ্বিধাবোধ সৃষ্টি হয় না।[5]

দ্বীনের উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কোন কোন মহলের একদেশদর্শিতা এবং ইসলামের মৌল শিক্ষার পরিপন্থী কার্যক্রম জনমনে বিভ্রান্তি, অনৈক্য ও নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে অনেকের উপস্থাপনা বিরক্তি ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। ইসলাম বিরোধী বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বের হাতিয়ারকে শক্তি যোগায়। দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপের উপাদানও সরবরাহ করা হয়। মুসলিম উম্মাহর ওলামায়ে হক ও মোখলেছ দ্বীনদার ব্যক্তিদেরকে এ অবস্থার নিরসনে কার্যকর, সোচ্চার এবং বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের মাঝে ইসলামের প্রতি আবেগ থাকলেও ইসলামের সঠিক ধারণা ও চেতনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইসলামের সঠিক ধারণার অভাব সবচেয়ে বেশি। এমনকি এক শ্রেণীর ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও সঠিক ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। এসব লোক ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত চতুর্মুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই বাইরের সৃষ্ট সমস্যার মোকাবিলার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ এ পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিও আমাদের মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের মাঝে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত উপস্থাপন, ওলামায়ে কিরামের মধ্যকার মতপার্থক্যকে সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং সর্বস্তরের জনমনে ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কার্যক্রম যুগপৎভাবে পরিপূর্ণ গুরুত্ব সহাকারে আঞ্জাম দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নয়ন ছাড়া বাইরের শক্তির মোকাবেলা করা কখনো বাস্তবসম্মত হতে পারে না। [6]

[5] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

[6] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

12. পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে ফ্রান্সের মতো একটি দেশ আইন করে হিজাব নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটি প্রমাণ করে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কোন পর্যায়ে যেতে পারে। তারা শালীনতাকে সহ্য করতে পারে না। তারা নগ্নতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের সংগ্রাম শালীনতার বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক সাংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলেই মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে হু হু করে বিদেশী অর্থে প্রতিপালিত বিশেষ গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিরাট অংশ বিদেশী স্কলারশিপ, পদক, খেতাব, পুরস্কার এবং নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে লালায়িত হয়ে আত্মবিক্রয় করে বিদেশের গোলামে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে অবস্থান করে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে তারা নিজেদের মেধা নিয়োজিত করে রেখেছে, কেননা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি যুদ্ধ, যা মুসলিম দেশ সমূহের নতুন প্রজন্মের ইসলামী চেতনা বিশ্বাসে চরম আঘাত হানছে।[7]

13. পাশ্চাত্য নেতৃত্ব ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর মুসলিমদের পর পাশ্চাত্যের সে সব জাতিগোষ্ঠী নিজেদের হাতে তুলে নেয় যাদের কাছে প্রথম থেকেই হিকমতে ইলাহীর কোন পুঁজি ও সহীহ-শুদ্ধ ইলম-এর কোন স্বচ্ছ ও সুন্দর ঝর্ণাধারা ছিল না। নবুওয়্যাতের আলোক-শিখা সেখানে মূলত পৌছেই নি, পৌছতে পারেনি। হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষামালার আলোক-শিখা যা সেখানে পৌছেছিল তা বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা-বিবৃতির অন্ধকার আবর্তে হারিয়ে যায়। তারা সে আসমানী আলোর শূন্য স্থান রোম ও গ্রীসের দফতরে র¶িত অন্ধকার দ্বারা পূরণ করে। ইন্দ্রিয় পূজা, আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরত্ব, ভোগ-বিলাসপ্রবণতা, দেশ নিয়ে বাড়াবাড়ি, সীমাহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গ্রীস থেকে এবং ঈমানী দুর্বলতা, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, শক্তি সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রেতাত্মা রোম থেকে স্থানান্তরিত হয়। বৈরাগ্যবাদের পাগলামি বস্তুবাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গির্জাধিপতিদের ভোগ-বিলাস ও দুনিয়াদারী ধর্মাধিকারীদের প্রতি মানুষের অনাস্থা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। সরকার ও গির্জার মধ্যকার টানাটানি ও টানাপোড়েন জাতীয় মেযাজের মধ্যে বিদ্রোহ ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। এসব ধর্মহীন জাতিগোষ্ঠীর রাজত্বকালে মানুষ সে ধর্মীয় অনুভূতি থেকেও মাহরূম হতে থাকে যা অপরাপর মানবীয় অনুভূতির সঙ্গে

[7] এম এ সাঈদ, আত তারীখুল ইসলামী ওয়া তারীখু ইলমিল হাদীস (ঢাকা: আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ. ১৯৯

প্রাচ্যের হাজারো বছরের জীবনে অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহ প্রাপ্তির আকাঙ্খার সাধারণ রুচির স্থলে জাগতিক কামনার ব্যাধি বাসা বাঁধে। আচার-ব্যবহার, মৌলিক ও সত্যিকার মানবিক গুনাবলী ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে বিরাট রকমের অধঃপতন দেখা দেয়। মোটকথা, লোহা-লক্কড় ও ধাতব পদার্থের সর্বপ্রকার উন্নতি ঘটে আর মনুষ্যত্বের ঘটে সার্বিক অধঃপতন।[8]

অন্যদিকে জীবনের সঠিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন ও বিশ্বজয়ী কোন পয়গাম না থাকায় আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ জীবনের লক্ষে পরিণত হয়, পরিণত হয় জাতীয় বৃত্তি ও পেশায়। এ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "জাতীয় জীবন স্থায়ী রাখবার জন্য অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও ভীতির আবেগ প্রকাশ পায় এবং একদিকে সমগ্র প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। অপরপক্ষে অভ্যন্তরীণ জাতীয়তার সীমারেখা গোটা পাশ্চাত্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলাঘরে রূপ দেয় এবং এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর মাঝে একটি সীমারেখা টেনে দেয়। এর বাইরে যে মানুষ থাকতে পারে তার কল্পনাও করা যেত না। সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বকেই দাস বিক্রির এক বাজার এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুনিয়াটাকে কামারের চুলা বানিয়ে দেয় যেখানে সব সময় আগুনের খেলা চলে, লোহা উত্তপ্ত করে ও পিটিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বানানো হয়। এই সম্পর্কে Hastings Race বলেন, Prior to the September 11th terrorist attacks, Americans limited exposure to Islam was shaped by Orientalist depictions of Arabs as oil rich Gulf Sheikhs, exotic belly dancers, and brutal dictators along the lines of Saddam Hussein and Muʿammar Qadhdhāfī. While international terrorism pre-dated 9/11, its association with Islam was often narrowly limited to the Palestinian-Israeli conflict. On the domestic front, homegrown terrorism evoked images of white males such as Timothy McVeigh and the Unabomber. Thus, Americans paid little attention to Muslims in the United States, so much so that Arab American Muslims often complained of being an invisible minority. The September 11th attacks, however, marked a sea change in the level of scrutiny placed upon Muslims in America. The association of Arabs and Muslims with terrorism became the quintessential stereotype evoked in national security debates Media images of dark-skinned, bearded Middle Eastern men permeated the mainstream media, allowing for misinformation about Islam as a violent ideology proliferated among Americans otherwise lacking any exposure to Islam, the Middle East, or Muslims. Indeed, the word terrorism

[8] সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১২), পৃ. ১৪২

axiomatically referred to Muslims, notwithstanding the marked growth of militant nativist groups considered to be right wing extremists by the government and anti-hate watch groups.[9]

14. বিশ্বব্যাপী জাহিলিয়াতের প্রসার

এ সময় এমন কোন শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় কিংবা দল সাধারণ মানুষের সামনে নেই যে, এ সব পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আকীদাগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্য পোষণ করে এবং তাদের জাহিলী দর্শন ও বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার বিরোধী। এমন জাতি, সম্প্রদায় কিংবা দল এ মুহূর্তে না ইউরোপে আছে আর না আছে এশিয়া কিংবা আফ্রিকায়। ইউরোপের জার্মান হোক কিংবা এশিয়া মহাদেশের কোন জাপানী অথবা ভারতীয় অধিবাসী, সকলেই এ জাহেলী দর্শন ও এ বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার সমর্থক ও ভক্ত বিশ্বাসী। আর তা না হলেও বিশ্বাসী সমর্থকে পরিণত হতে যাচ্ছে। থাকলো সে সব রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ যা এ মুহূর্তে বিভিন্ন দর্শন কিংবা যুদ্ধের আকারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা শুধুই এ নিয়ে যে, এ বস্তুপূজার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে।[10]

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "এক জাতির পৌরুষ ও জাতীয় মর্যাদাবোধ এটা সইতে রাজী নয়, অন্য জাতি দীর্ঘকাল ধরে দুনিয়ার বুকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে, জীবন-সমস্যা ও সমূহ কল্যাণ থেকে ফায়দা লুটবে এবং বিশ্বের বাজার ও নয়া নয়া ঔপনিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসবে, অথচ শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে সে কারোর পেছনে নয় কিংবা কারোর চেয়ে কম নয়। থাকলো এ যে, সে স্বয়ং অপর কোন মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে এবং অন্য জাতিগোষ্ঠী গুলোকে নিয়ে যেতে চায়, পৃথিবীর বুকে ন্যায়নীতি, শান্তি ও ইনসাফ কায়েম করতে চায় এবং দুনিয়ার গতিমুখ ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতার দিক থেকে ঘুরিয়ে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিকে, চরিত্রহীনতা থেকে আখলাক-চরিত্রের দিকে এবং নফস-পরস্তী ও শয়তান পূজার দিক থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর দিকে পাল্টে দিতে চায়। তা এ গরীব এর দাবিদার যেমন নয়, তেমনি কখনো এর আকাঙ্ক্ষীও নয়।"[11]

[9] This essay is based on a longer article entitled "From the Oppressed to the Terrorist: American Muslim Women Caught in the Crosshairs of Intersectionality

[10] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

[11] ড. ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন ২০১২)

15. পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব

নব্য সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বা আগ্রাসন যা আফগানিস্তান ও ইরাকে দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক আইনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অধিকার ছিল না আফগানিস্তান আক্রমণ করার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ যারা কোনো প্রকার আন্তর্জাতিক আইন মানে না। তারা ইরাক দখল করে নিয়েছে। তারা চাচ্ছে রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে বিশ্বকে শাসন করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় তাদের আদেশ নিষেধকেই মেনে চলতে হবে, তাদের ইচ্ছামতো চলতে হবে। বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ কিংবা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-এর মাধ্যমেও তারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে নিবিড় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নব্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কৌশলের ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিশ্ব ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।[12]

16. পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক প্রভাব

মুসলিম বিশ্ব নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের কবলে পতিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের চটকদার স্লোগানের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক দাসে পরিণত হয় তার সবরকম কৌশল উদ্ভাবন করেছে সাম্রাজ্যাবাদী শক্তি। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্যিক সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এমনকি জাতিসঙ্ঘ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশকে উন্নয়নের নির্ভরশীল তত্বেও এর অনুসারীতে পরিণত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এম এ সাঈদ বলেন,"মুসলিম বিশ্ব গোটা বিশ্বের ষাট শতাংশ সম্পদের মালিক হওয়া স্বত্বেও তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের কারণে শক্তিশালী করতে পারেনি। বিশ্বের মজুদ তেলের ৭৫%, গ্যাসের ৩৩% ফসফেটের ৭৫ % টিনের ৬০ % এবং ম্যাংগানিজের ৩৫% এর মালিক হওয়া সত্তে¡ও মুসলিম বিশ্ব আজও পশ্চাৎপদ। পাশ্চাত্যের তথা উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সঞ্চিত মূলধন। মুসলমানগণের অর্থেই পশ্চিমারা আজ লাভবান হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদীরাই নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশন শ্লোগান মাত্র। মূল কথা হচ্ছে, শক্তিশালী পাশ্চাত্যের পণ্য বিক্রি করা। ফ্রি ট্রেডের কথা বলে তারা এটি করছে, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ পাশ্চাত্যের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করে কাজ করছে। এদের ষড়যন্ত্রেই মুসলিম বিশ্ব অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্বেও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সচ্ছলতা ও উন্নতির ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি।[13]

---

[12] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

[13] ড. ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন ২০১২), পৃ. ৪৯

17. পাশ্চাত্যের বুদ্ধিভিত্তিক প্রভাব

বুদ্ধিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মুসলিম বিশ্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বুদ্ধিভিত্তিকভাবে পাশ্চাত্য ইসলামকে সন্ত্রাসী বলে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের ওয়াল্ড ট্রেট সেন্টার, টুইন টাওয়ার ও নিউইয়র্কের পেন্টাগনে ভয়াবহ বিমান হামালার ঘটনায় কোনো কিছু প্রমাণ না হওয়া সত্তে¡ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যে মুসলিমগণ আক্রমণের শিকার। এখনো কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি আসলে কে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটিয়েছে। মার্কিন সরকার একটি ফরমাল জুডিশিয়াল তদন্ত পর্যন্ত এখনো করেনি। বিচার বিভাগীয় কোনো কমিশন করেনি। তদন্ত না করে, কোর্টে প্রমাণ না করে মুসলিমগণের দায়ী করা হচ্ছে। টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণ করার একটি হাতিয়ার মাত্র। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের পোশাকে ইসলাম ও মুসলিমগণের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

18. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমা জগতের কর্তৃত্ব

এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিমগণের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীতে মুসলিমগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অমনযোগিতা ও পতন অন্যদিকে ইউরোপে জাগরণের সূত্র ধরে পশ্চিমা জগত মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানের সূচনা করে। তারা বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি লাভ করেছে।[14] গোটা দুনিয়া আজ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। এম এ সাঈদ বলেন, "বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব এদিক থেকে ভীষণভাবে পিছিয়ে রয়েছে।"[15]

19. প্রচার মিডিয়ার ওপর পশ্চিমা কর্তৃত্বের চ্যালেঞ্জ

বিশ্বব্যাপী প্রচার মিডিয়ার ওপর কর্তৃত্বস্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিমা জগত তথ্য ও মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের এক ব্যাপক জাল বিস্তার করেছে। এরা তথ্য বিকৃতি ও তথ্য প্রচারে কাজ করেছে সুকৌশলে। এরা চালাচ্ছে নানা কায়দায় ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা। এরা নগ্নতা, অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফী মানবজাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার ঘৃণ্য কাজটি করে যাচ্ছে। এরা নিয়ন্ত্রণ করেছে দুনিয়ার সবকটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ও টিভি নেটওয়ার্ক। ফলে তাদের উৎস থেকে মুসলিম বিশ্বকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে সংবাদ ও তথ্য। তাদের দেয়া তথ্য ও প্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ। এ সম্পর্কে

[14] ড. ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন ২০১২)
[15] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

এম এ সাঈদ বলেন,“ সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম উম্মাহকে তথাকথিত মৌলবাদ টেররিস্ট বলে প্রচার চালিয়ে ইসলাম সম্পর্কে এক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির ব্যাপক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও জাগরণকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করে এরা বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার কৌশল গ্রহণ করছে। ”[16]

20. অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার

এম এ সাঈদ বলেন, “পৃথিবীতে আগেও অশ্লীলতা ছিল। কিন্তু অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফী আজকের মতো কখনো গণরূপ পায়নি। অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফিকে আজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কাব্য সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প চারুকলা প্রতিটি শিল্পকর্মের মাধ্যমে জীবনবিমুখ বস্তুবাদী, ভোগাবাদী পর্ণোগ্রাফী দর্শনের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সিনেমা ও টিভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এসব ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে যুব চরিত্র, বাড়ছে মাদকাশক্তি, ছড়াচ্ছে মরণঘাতি রোগ। ধর্ম বিমুখবিকৃত লেখকরা আর্টের নামে ধ্বংস করে দিচ্ছে সমাজকে, মানবতাকে। আর এসবকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমে। এসব হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের পথে তীব্র বাধা। বর্তমান যুগে অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। ”[17]

21. বিশ্বব্যাপী বাজার দখল ও পুঁজিবাদের আধিপত্য বিস্তার

মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্র সব সময়ই মুসলিম বিশ্বের বাজার দখলের চেষ্টা চালিয়েছে। কমিউনিজমের পতনের পর এ প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়েছে। এখন চলছে বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। তারা ইতোমধ্যেই মুসলিম বিশ্বের বিরাট বাজার দখল করে নিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব আজ সামান্য পণ্যের জন্য ও তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। অধিকন্তু পুঁজিবাদের বিপুল শক্তি ও উপকরণ ব্যয় হচ্ছে ইসলামের উত্থান ঠেকাবার জন্য। [18]

22. নারীকে ভোগপণ্য হিসেবে উপস্থাপন ও নারীর ক্ষমতায়ন হিসেবে উপস্থাপন

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদেরকে নিছক ভোগ্যপণ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। ইসলামে নারীকে সম্মানার্থে মায়ের জাতি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। ইসলামের শাশ্বত এ রীতিকে বাতিল করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমসমূহে নারীকে

[16] ড. ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন ২০১২)
[17] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১
[18] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

অর্ধনগ্ন আকারে উপস্থাপন করে আকর্ষণীয় ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা হয়। এভাবে সমাজে যৌনাচার ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুসলিম নারীর সম্ভ্রম ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় হিজাব। বর্তমানে এসে পশ্চিমারা ইসলামী সংস্কৃতির এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বিরুদ্ধে নানামুখী প্রচারণা চালায়। তারা একে প্রগতির অন্তরায়, সন্ত্রাসীর মুখোশ ইত্যাদি অপপ্রচার চালিয়ে মুসলিম নারীকে পর্দা থেকে বাইরে আনতে চায়। একই সাথে নারী পুরুষের সহশিক্ষায় উৎসাহিত করে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয় পশ্চিমারা। পশ্চিমাদের আগ্রাসনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলো নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক শ্লোগান। এ শ্লোগানের মাধ্যমে তারা মুসলিম সমাজের পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়। মায়ের জাতিকে ঠেলে দেয় মাঠে ময়াদানে রাজনীতিতে। ভোগপণ্য হিসেবে নারীকে কত ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রদর্শন করে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন করা যায় তার মহড়া চলছে।

23. অশ্লীল আকাশ সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রভাব

মুসলিম জাতিসত্তা এবং এর শাশ্বত সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ইহুদি, খ্রিষ্টানরা। এর অংশ হিসেবে আকাশ সংস্কৃতির নামে ভোগ্যবাদী পৌত্তলিক ও নগ্ন বিজাতীয় সংস্কৃতিকে কৌশলে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। 'সংস্কৃতির উল্টো ছাতা' নামে খ্যাত ডিশ অ্যান্টিনার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে যৌনোদ্দীপক সিনেমা, নাটক, নাচ-গান, মডেলিং, সুন্দরী প্রতিযোগীতা, নগ্নতা, বেহায়পনা ইত্যাদির বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এভাবে ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো হচ্ছে।[19]

24. প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভাস্কর্য সংস্কৃতির বিস্তার

পশ্চিমাদের প্রভাবে মুসলিম বিশ্বেও প্রদীপ প্রজ্বলন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে। খেলার মাঠে স্থায়ী প্রদীপ প্রজ্বলন। বিভিন্ন স্থাপনা, মিনার, ঐতিহাসিক স্থানে শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন ইত্যাদি নামে যেসব প্রদীপ বেদী স্থাপিত হচ্ছে তা মূলত অগ্নি উপাসক গ্রীক ও হিন্দু সংস্কৃতিরই অংশ। শিরকী এ সংস্কৃতির বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের জনগণের মৌলিক বিশ্বাসে চির ধরানো হচ্ছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে পশ্চিমা অনৈসলামিক সংস্কৃতির আগ্রাসনের আরেকটি দিক হলো ভাস্কর্য ও মূর্তি স্থাপন। সংশ্লিষ্ট দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূর্তি তৈরী করে দেশের বিভিন্ন স্থান, ঐতিহাসিক জায়গা, মিনার, সড়ক, দ্বীপ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি

[19] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়। এভাবে দেশব্যাপী মূর্তির বিস্তার ঘটিয়ে দেশবাসীকে মূর্তিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুসারীরা।

25. সৌন্দর্যের বাণিজ্যিক প্রদর্শনী

সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে পশ্চিমারা মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ইউনিভার্স, মিস এশিয়া মিস আমেরিকা,প্যাসিফিক ইত্যাদি নির্বাচন করে নির্বাচিতদেরকে পুরস্কৃত করে থাকে। এর নির্বাচন পদ্ধতি এমন, যেখানে নিরাবরণ নারীদেহের প্রদর্শনী হয়। বিচারকরা তদের দেহের উন্নততর গঠন ও আনুষঙ্গিক প্রকাশ ভঙ্গিমার জন্য পুরস্কৃত করে থাকে। এর ফলে নারীদেরকে বাণিজ্যিকভাবে ভোগপন্য রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যভিচারের বিশ্বায়ন করা হচ্ছে। পশ্চিমা সংস্কৃতির এহেন উলঙ্গ প্রকাশ মুসলিম বিশ্বেও গভীর ভাবে প্রভাব ফেলেছে। অনেক মুসলিম দেশের মুসলিম মেয়েরা এতে অংশগ্রহণ করে। আবার অনেক মুসলিম রাষ্ট্র এর আয়োজকদের ভূমিকা পালন করে ইসলামের শালীনতার শাশ্বত বিধানকে ভূলুণ্ঠিত করতে দ্বিধা করছে না।

26. ফ্যাশন শো সংস্কৃতি

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে পোশাক প্রদর্শনীর নামে নারী পুরুষ বিভিন্ন অশালীন পোশাকে সজ্জিত হয়ে দর্শকদের সামনে অঙ্গভঙ্গিমা প্রদর্শন করে। সুসজ্জিত মডেল তরুণীদের ক্যাট ওয়াক আর দর্শনীয় ভঙ্গিমায় দেহের প্রদর্শন দর্শকদের মাঝে উন্মত্ততা সৃষ্টি করে। মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা সমাজের এসব বেহায়াপনার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। এর ফলে মুসলিম সমাজে অবাধ যৌনাচার, গার্লফ্রেন্ড কালচার, লিভ টুগেদার ও সমকামিতার মত ভয়াবহ ক্ষত মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমগণের তথাকথিত সভ্যকরণের প্রক্রিয়ায় পশ্চিমা মিডিয়া মুসলিমদের সমাজে এসব অনৈতিক সম্পর্কের বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

27. বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি

বিজ্ঞাপন পণ্য বাজারজাতকরণের একটি মাধ্যম হলেও মুসলিম তাহযীব তমুদ্দন ধ্বংসে এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। প্রায় সকল পণ্যের বিজ্ঞাপনে অপরিহার্যভাবে ব্যবহার হয় মডেল তরুণীরা। এ ব্যাপারটি বর্তমানে প্রায় বিনা চ্যালেঞ্জে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের মিডিয়াতেও ঢুকে পড়েছে। এর মাধ্যমে তরুণী নারীদেরকে আকর্ষণীয় ভোগ্যপণ্য হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। এভাবে মুসলিম নারীর হিজাব রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। পর্দাহীনতা, অবাধ যৌনাচার, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাকার অনৈসলামিক রীতির বিস্তার মূলত নারী বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির বিস্তারেরই ফল।

28. পারিবারিক বন্ধন ছিন্নকরণ

পশ্চিমা সামাজিক প্রথার প্রভাবে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে পারিবারিক প্রথায় ভাঙ্গন সৃষ্টি হচ্ছে। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে। মুসলিম পারিবারিক বন্ধনের ঐতিহ্যকে ভূলুন্ঠিত করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে ওঠছে বৃদ্ধাশ্রম। এর ফলে বার্ধক্যকবলিত পিতা মাতাকে সেবা যত্ন করার আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করে তাদেরকে নির্মমভাবে পরিবার ও সমাজচ্যুত করা হয়।[20]

29. পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিকাশ

একবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তি মুসলিম বিশ্বে তাদের স্বার্থনুকুল গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় অব্যাহতভাবে প্রচার প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন মুসলিম দেশে তাদের পক্ষের ধর্মনিরপেক্ষ বা ইসলামবিরোধী সেক্যুলার দল নির্বাচিত হলে তাদেরকে সহায়তা করে পশ্চিমা শক্তি। কিন্তু তাদের স্বার্থের বিপরীতে কোন ইসলামী দল নির্বাচনে নির্বাচিত হলে তাদেরকে পতন ঘটানোর সবরকমের ষড়যন্ত্র ও প্রচার প্রপাগান্ডা চালায় এবং ইসলামপন্থী সরকারের পতন ঘটায় আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তি। নিকট অতীতে আলজেরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই এ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে তারা। এর ফলে গোটা বিশ্বকে এমন এক পল্লীতে রূপান্তর করার চেষ্টা করছে যার নেতৃত্ব রয়েছে মার্কিনীদের হাতে আর কর্তৃত্বে রয়েছে ইহুদিরা।[21]

30. বিভিন্ন দিবস পালন

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহে বিভিন্ন দিবস পালনের রেওয়াজ চালু হয়েছে। যেমন-বিশ্ব ভালবাসা দিবস, এপ্রিল ফুল ইত্যাদি। এমনিভাবে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন দিবস পালিত হয়। এসব দিবস পালনের মাধ্যমে মুসলিমদের আকিদা ও আমলগতভাবে বিভ্রান্ত করা হয়। সামজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। বেহায়পনা, যৌনাচার বৃদ্ধি পায়।

[20] মুসলিম বিশ্বে সমসাময়িক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
[21] মুসলিম বিশ্বে সমসাময়িক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

31. জাতিসংস্থা ও বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার ভূমিকা

জাতিসংঘ, এর বিভিন্ন শাখা, ইউরোপীয় ও আমেরিকার বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা এমনকি ইসরাইলী সংস্থা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানামুখী সাহায্য ও উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা চালায়। নারী উন্নয়ন, শি¶া কর্মসূচী, সামাজিক নিরাপত্তা জাল তথা এনজিও ইত্যাদির নামে মুসলিমদের শিক্ষা, সামাজিক ঐতিহ্য, হিজাব প্রথা, মৌলিক বিশ্বাস প্রভৃতি ধ্বংস সাধনে ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা তাদের আরোপিত শর্তাবলী দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং সরকারকে তাদের তাবেদারে পরিণত করে।

32. মুসলিমগণের আত্মমূল্যায়ন

ইবনে খালদুন 'আল মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে 'উমরান' তত্ত্বে দেখিয়েছেন, সমাজ তার নিজস্ব গতিতে বিকশিত হবে। প্রযুক্তি নির্ভর আজকের বিশ্ব সে বিকশিত সমাজেরই স্বরূপ। কিন্তু মুসলিম মনীষী বিশেষত বর্তমান নেতৃত্ব বিকাশমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়েছে। ফলে পশ্চিমা বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক বিবর্তন, সকল ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। মুসলিম বিশ্ব তাদের সর্বমুখী আগ্রাসনের শিকার।[22]

33. উপসংহার

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দু'টি কারণে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি হলো ধর্মজ্ঞানের অভাব, অপরটি অনৈক্য। অনৈক্য শুধু তাদের জাগতিক দুর্দশার জন্য দায়ী নয়, ধর্মীয় অধঃপতনেরও কারণ। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, বর্তমানের তথাকথিত এই মুসলিমরা একথা বুঝতে অক্ষম যে পৃথিবীতে তারা যে কত অবহেলিত ও অপমানিত। তারা যে নিজেদের লোক দ্বারা চরমভাবে শোষিত ও প্রতারিত এ বোধশক্তিও তাদের নেই। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে মুসলিমরা এখন চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। মুসলমানদের এই মানসিক অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে পাশ্চাত্য সমাজ অত্যন্ত পুংখানুপুঙ্খানুভাবে মুসলিম দেশগুলোতে তাদের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিয়েছে। মুসলিমদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাদের সার্বিক অধঃপতনের মূল কারণ ধর্ম বিসর্জন, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে অনুসরন। আধুনিকতার নামে মুসলিম দেশগুলোতে জিনা-ব্যভিচার, সুদ, জুয়া, মদের ব্যপক প্রচলন ঘটিয়ে দিয়েছে।

[22] ড. ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন ২০১২), পৃ. ৭২

মুসলিমরা বর্তমানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে এই বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারা এমন উদাসিন পর্যায়ে উপনিত হয়েছে যে, তারা ভূলেই গেছে এগুলো তাদের ধর্ম স্পষ্ট হারাম। এই অবস্থায় এখনও মুসলিম বিশ্ব যদি ধর্মকে আঁকড়ে না ধরে তাহলে সংখ্যায় মুসলিমগণ প্রতিদিন বাড়তে থাকলেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এদের অধঃপতন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ঐক্য ছাড়া কোনজাতি কোন ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে-মানব ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। সুতরাং এ অবস্থায় মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈমানের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি মুসলিম দেশ সমূহে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন, জাতিগত সুবিধাবোধ ত্যাগ, অনৈসলামিক চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ, চেতনা বোধের প্রশিক্ষণ, শিল্প প্রযুক্তি ও সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রচার-প্রসার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে মুসলিম জাতি আবারো তাদের হারানো দিন ফিরে পাবে। পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে পারবে। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের জীবন পরিচালনা করে এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত নিশ্চিত করতে পারবে।

34. গ্রন্থপঞ্জী

Fawaz Gergez, *America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interests?* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 43.

Ramadan, Tariq. *To Be A European Muslim*. Leicester, U.K.: Islamic Foundation, 1999.

J.M. Roberts, *History of the World* (The United States: The Amazon Book Review, Vol. vii. 1907)

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (র.), আগামী দিনের পৃথিবী (ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১৩)

আব্বাস আলী খান, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্ধ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১২)

মুহাম্মদ আসাদ, Islam at the crossroads, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১)

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো? (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১২)

স্যার টমাস আর্নল্ড, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭)

মোহাম্মদ আবূ তাহের বর্ধমানী, অধঃপতনের অতল তলে (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন, ২০১৩)

ড. ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১২)

ড. মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *The First Written Constitution in the world* (লাহোর: আশরাফ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৫)

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৪০

আব্দুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৭-২২

আবুল মনসুর আহমেদ, বাংলাদেশের কালচার।

আহসান হাবীব ইমরোজ, পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও আমাদের করনীয়,

বদরুদ্দিন উমর, সংস্কৃতিক সংকট, মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ২৭

মুহাম্মদ হাবিবুর রাহমান, ১৯৯৭, একুশে সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী সকল ভাষার কথা কয়, পৃ. ২৬

আজম উবায়দুল্লাহ হক সরকার, তরুণ তোমার জন্য।

অধ্যাপক মুফিজুর রাহমান, কুরআনের আয়নায় বিস্মিত রাসুল।

আবুল আলা মুওদুদী, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা।

মিজানুর রাহমান জামীল, ইসলামী সংস্কৃতির সীমারেখা।

অধ্যাপক হাসান আইয়ুব, আল আকায়েদ আল ইসলামি।